



32863 - যবে ব্যক্তিকোন গণকরে কাছ্বে গলে, তাকে জজিঞসে করল তার কিকোন তাওবা আছ্বে? কভিবে তাওবা করবে?

প্রশ্ন

সাত বছর আগে আমি এক গণকরে কাছ্বে গিয়েছি। এরপর এক জ্যোতিষি কাছ্বে গিয়েছি। তখন আমি ওয়াসওয়াসাতে আক্রান্ত ছলাম।

আমি জানতাম যে, জ্যোতিষি কাছ্বে বা ভাগ্য গণকরে কাছ্বে যাওয়া শরিক। কিন্তু আমি শরিকরে অর্থ জানতাম না এবং এটি যে, ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া তা জানতাম না। এত বছর পর আমি সব গুনাহ ও পাপ থেকে আল্লাহর কাছ্বে তাওবা করছি। আমি কতিবুত তাওহীদ পড়া শুরু করছি; যাতে করে আমার আকদি সহহি করতে পারি। আমি জানতে পারলাম যে, আমি বড় শরিকে লিপ্ত হয়েছি। আমার জন্যে কিকোন তাওবা আছ্বে? আমি কি পুনরায় কালমা পড়ব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ্ যে আপনাকে তাওবা করার তাওফিক দিচ্ছেনে সজেন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছ্বে দোয়া করছি তিনি যনে আপনাকে সত্যরে উপর অটল ও অবচিল রাখনে।

দুই:

জ্যোতিষী ও গণকদের কাছ্বে যাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেকে হাদিস এসছে। দেখুন: [8291](#) নং প্রশ্নোত্তর।

কিন্তু প্রত্যকে যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকরে কাছ্বে গিয়েছে সেই-ই বড় শরিককারী মুশরিক হয়ে যায়নি, ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়নি। বরং জ্যোতিষী ও গণকরে কাছ্বে যাওয়ার হুকুম বশ্লিষণসাপক্ষে। হতে পারে এটি বড় শরিক। হতে পারে এটি গুনাহরে কাজ। হতে পারে এটি জায়ে।

শাইখ উছাইমীন বলেন:



“জ্যোতিষীর কাছে গমনকারী মানুষ তনি ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: জ্যোতিষীর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসে করে; কিন্তু তাকে বিশ্বাস করে না। এটি হারাম। এর শাস্তি হচ্ছে চল্লিশ দিনের নামায কবুল না হওয়া। এ মরমে সহি মুসলমি (২২৩০) সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকরে কাছে এসে তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করল তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না”।

দ্বিতীয় প্রকার: কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসে করে এবং সে যা বলছে তা বিশ্বাস করে। এটি আল্লাহর সাথে কুফরী। কেননা এ ব্যক্তি জ্যোতিষীকে তার গায়বের জ্ঞানের দাবীতে বিশ্বাস করেছে। কোন মানুষকে তার গায়বের জ্ঞান জানার দাবীতে বিশ্বাস করা মানে আল্লাহর এ বাণীকে মিথ্যা প্রতাপিন করা:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(বলুন, আসমান ও জমনিে যারা রয়েছে তাদের কউে গায়বে জানে না; আল্লাহ্ ব্যতীত।)[সূরা নামল, আয়াত: ৬৫] এ কারণে সহি হাদসিে এসছে: “যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে তার কথায় বিশ্বাস করল সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযলি হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করল”।

তৃতীয় প্রকার: কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসে করা; যাত করে মানুষকে তার অবস্থা জানাতে পারে এবং জানাতে পারে যে, এটি জ্যোতিষীপনা, ভিরান্টি ও গোমরাহী। এতে কোন অসুবিধা নাই। এর দললি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সায্যাদরে কাছে এসছেন এবং তনি নিজিরে মনে যা আছে সেটো তার কাছে গোপন রেখেছেন। এরপর তনি তাকে জিজ্ঞাসে করছিলেন যে, তনি কী গোপন রেখেছেন? তখন সে বলল: আদুখ। সে বুঝাতে চয়েছে: আদুখান (ধোঁয়া)।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/১৮৪)]

পূর্বকোক্ত আলোচনার আলোকে যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর কাছে আসবে, তার কথায় বিশ্বাস করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সে গায়বে জানে তাহলে সে বড় কুফরে লপিত হল; যা তাকে ইসলাম থেকে খারজি করে দবি। আর যদি তাকে বিশ্বাস না করে তাহলে কাফরে হবে না।

যাই হোক; তাওবার দরজা উন্মুক্ত। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় আল্লাহ্ বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না গরগরা শুরু না হয়” [সুনানে তরিমযি (৩৫৩৭)]

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষেরে রূহ কণ্ঠনালীতে চলে না আসে।



মানুষ যত গুনাহ থেকে তাওবা করুক না কনে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেনে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নজিদরে উপর বাড়াবাড়ি করছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ো না। নশিচয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দনে। নশিচয় তিনি অত্বনত ক্বমাশীল ও অতি দয়ালু।"[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৫৩]

মানুষ যবে কোন গুনাহতে লপিত হোক না কনে; এরপর যদি তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেনে; এমনকি সটো যদি শরিক হয় তবুও।

মূলবধিন হলো: কোন কাফরে –এবং কাফরেরে মত মুরতাদ (ইসলামত্যাগী)ও- কে দুই সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করার নরিদশে দয়ো হব; যাতে করে সে ইসলামে প্রবশে করতে পারে। তাই আপনার জ্যোতষীর কাছে যাওয়াটা যদি পূর্ববোললেখিতি দ্বিতীয় প্রকাররে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই দুই সাক্ষ্যবাণী পড়তে হব। যহেতে আপনিতাওবা করছেন, দ্বীনরে উপর অটল আছেন তাই কোন সন্দহে নহে যবে, আপনিতবুবার এ সাক্ষ্যবাণীদ্বয় উচ্চারণ করছেন। তাই এখন আপনার উপর আর কিছু আবশ্যক নয়। আপনার উপর আবশ্যক হলো: এমন কর্মে পুনরায় না ফরোর ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নয়ো।

ইলমে দ্বীন হাছলি সচেষ্ট হোন; যাতে করে জ্ঞানরে ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করতে পারনে।

আমরা আল্লাহর কাছে দয়ো করছি তিনি যনে আপনাকে তিনি যা ভালোবাসনে ও পছন্দ করেনে তা করার তাওফিকি দনে।